একজন জাহিদের জন্য আকূতি

কাইউম পারভেজ

জাহিদুর রহমান বাংলাদেশের একজন ছাত্র পিএইচডি করছেন UNSW তে। অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে যাবার পর জানতে পারেন তাঁর কিডনী দুটোই নষ্ট হয়ে গেছে - মাত্র ৭% কাজ করছে। জাহিদের কিডনী প্রতিস্থাপন দরকার। আনুমানিক ৫০ হাজার ডলারের প্রয়োজন। ইতিমধ্যে প্রায় ১৮ হাজার ডলার সংগৃহীত হয়েছে। একটু এগিয়ে আসুন না। আমরা তো অনেককেই সাহায্য করেছি। এবার না হয় জাহিদের জন্য একটু করলাম। কত বড় বড় বিশাল হৃদয়ের স্পন্সর আছেন আমাদের কম্যুনিটিতে। আমরা ইনশাল্লাহ পারবো জাহিদকে বাঁচাতে। নিচে জাহিদ সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য দেয়া আছে এবং ডোনেট করার জন্য একটি ফেসবুক একাউন্টসহ আরো অন্যান্য ব্যাংকের উৎস দেয়া আছে। যেখানে আপনার সুবিধা হয় সেখানে দান করুন। করুণাময় আপনার মঙ্গল করুন।

নিচের লেখনীটি জাহিদের এক বন্ধুর যেখানে জাহিদ এবং তার চিকিৎসা সংক্রান্ত আরো তথ্য পাওয়া যাবে :

গল্পটি উত্তরবঙ্গের নওগাঁর প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক ভূমিহীন কৃষকের বড় ছেলের; গল্পটি সদ্য বিবাহিত এক যুবকের; যে কিনা উচ্চশিক্ষার জন্য অস্ট্রেলিয়ার একটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করছে। নওগাঁর দুবলহাটী রাজা হরনাথ উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ছাত্রের অস্ট্রেলিয়ার মত দেশে, নামকরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির জার্নিটা খুব সহজ নয়; বরং এই ছেলেটির জন্য একটু বেশিই চ্যালেঞ্জিং ছিল। ছেলেটি গৃহিনী মা আর অসুস্থ্য বাবাকে দেখাশোনার পাশাপাশি ছোট ভাইবোনদের পড়ালেখার দ্বায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বঃ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ও মাস্টার্সে অভূতপূর্ব ফলাফল করে; যার প্রেক্ষিতে শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় পিএইচডি'র সুযোগ পায়।

.

বলছিলাম আমার ইউনিভার্সিটির (UNSW) ম্যাটেরিয়াল সাইন্সে পিএইচডি অধ্যয়নরত ছোটভাই মোঃ জাহিদুর রহমানের কথা। একেবারে হুট করেই দুটো কিডনির টোটাল ৯৩% নষ্ট ধরা পরলো কিছুদিন আগে ! তার মানে দাঁড়াচ্ছে এই "ক্রনিক কিডনি রোগের" একেবারে "এন্ড স্টেজে" আসার পরই জাহিদ জানতে পারলো মাত্র ৭% এর মত কর্মক্ষম কিডনি তার দেহে অবশিষ্ট আছে। এখানকার হাসপাতাল থেকে তাকে দ্রুত কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের পরামর্শ দিয়েছে। আর তার আগে সপ্তাহে তিনবার করে ডায়ালাইসিস করে যেতে হবে। কি ভয়ংকর অবস্থা !

.

কেন ভয়ংকর সেইটা একটু বলছি। অনেকেই জানেন এই দেশে বসবাসকারী প্রত্যেকের "হেলথ ইন্স্যুরেন্স" থাকা বাধ্যতামূলক । ইন্টার্ন্যাশনাল পিএইচডি স্টুডেন্টরা যেই প্রাইভেট হেলথ ইন্স্যুরেন্স কিনে থাকে তা দিয়ে হালকা জ্বর-স্বর্দি-কাশির চিকিৎসা ফ্রি করিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু যখন স্পেশালাইজড ডক্টরের কাছে যেতে হয়, তখন পকেট থেকে কাড়ি কাড়ি টাকা জাস্ট ডক্টরের ফিতেই দিতে হয়। এছাড়া আছে অতি উচ্চ মূল্যের ওষুধের খরচ। সমস্যা হলো, শুধুমাত্র পিএইচডি এর স্কলারশিপে যেই টাকা পাওয়া যায়, তার ৭০% ই চলে যায় বাসা ভাড়ায়। খাওয়াদাওয়া আর আনুসঙ্গিক খরচের পর হাতে হয়ত মাত্র কয়েকটা ডলার থাকে যা দিয়ে আর যাই হোক ডক্টরের ফি দেয়ার মত "বিলাসিতা" এইখানে করার কথা ভাবাও যায় না। তাই এই দেশে একজন অভাগা পিএইচডি স্টুডেন্টকে উপরওয়ালার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় যেন ভুলেও নিজের পকেট থেকে খরচ করে ডাক্তার দেখানোর মত কোন অসুখ না হয়ে যায়।

.

এবার জাহিদের কথাটা ভাবুন। অত্যন্ত ব্যয়বহুল অষুধের পাশাপাশি সপ্তাহে তিনবার ডায়ালাইসিস করানো লাগছে (যদি ও ডায়ালাইসিসের খরচ ইন্স্যুরেন্স বহন করবে; তবে কিডনী ট্রান্সপ্লান্ট রিলেইটেড কোনো খরচ ওরা দিবে না) ! মাত্র ২৭ বছর বয়সের পরিবারের বড় ছেলেটি যেখানে দেশে তার স্ত্রী, বাবা-মায়ের একমাত্র ভরসার যায়গা, সেই ছেলে হুট করে জানতে পারলো তার পায়ের তলার মাটি খুব দ্রুত সরে যাচ্ছে ! কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা।

.

আমার মন খারাপের গল্পতো বললাম, এইবার বুক ভরা আশার কথা বলি। আমি বিশ্বাস করি, আপনারা যারা দেশে কিংবা প্রবাসে আছেন, তারা জাহিদকে বাঁচাতে এগিয়ে আসবেন । আমাদের এই ছোট ভাই এর "হেলথ ইন্স্যুরেন্স" হয়ে যাবেন এই আপনারাই। হুট করে যেই বিপদ জাহিদের কাঁধে চেপে বসেছে, আপনাদের শত শত কাঁধ সেই বিপদকে ঠেলে সরিয়ে দিবেন। দেশে অপেক্ষারত জাহিদের স্ত্রী, বাবা-মা ও পরিবারের সকল দুশ্চিন্তা মিলেমিশে ভাগ করে নিবেন সবাই; ইনশা আল্লাহ।

.

জাহিদের জন্য এখন তিনটা জিনিস খুব দ্রুত প্রয়োজন :
১/ ইন্ডিয়া/ বাংলাদেশে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য নূন্যতম ৩০-৩৫ লক্ষ টাকা ! (অষ্ট্রেলিয়ায় এই অপারেশনের খরচ কোটির উপরে এবং ঝক্কি আরও বহুগুণ বেশি হবে।)
২/ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের জন্য B+ ডোনার।
৩/ অপারেশনের আগ পর্যন্ত ডায়ালাইসিস আর অষুধের জন্য খরচ !
তাই, যে যেভাবে পারুন যতবার পারুন একজন ভাই, একজন বোন, একজন বাবা, একজন মা, একজন বন্ধু হয়ে আমাদের ছোট ভাই জাহিদের পাশে এসে দাঁড়ান। সকলে মিলে চেষ্টা করলে এই সমস্যা কোন সমস্যাই না।

সাপোর্ট পাঠাতে পারেন নিচের উপায়ে:
#ব্যাংক একাউন্ট:
১/ বাংলাদেশ :
Bank: Islami Bank Bangladesh Ltd
Pabna Branch
A/C name: Farjana Mou
A/C no: 20501150205836402

.

২/ অষ্ট্রেলিয়া:
ING Bank
A/C name: Islam Md. Rizwanul Fattah,
BSB: 923 100,
A/C no: 34763746

.

৩/ফেইসবুক ফাণ্ডরেইজার:
https://www.facebook.com/donate/2097295727111670/

.

#বিকাশ:
01706234688
01744259920
#রকেট:
017062346880
015317589440

.

#Paypal: https://paypal.me/rizwanfattah
**সাহায্য পাঠানোর সময় "Support for Zahid" লিখে দিবেন দয়া করে।
পোস্ট কৃতজ্ঞতাঃ Saiful Haque Misha